



153679 - কডিন রোগীকে ডাক্তার রোযা না রাখার উপদশে দিয়েছেন

প্রশ্ন

প্রশ্ন:

অতি সম্ভ্রুতি আমি জানতে পেরেছি যে, আমার কডিনতি পাথর হয়েছে। একজন মুসলমি, তাক্বওয়াবান ডাক্তার (আমার কাছে সটোই মনে হয়েছে) আমাকে রমজানরে রোযা না-রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য বলছি, এই পরামর্শ দেয়ার কারণ হলো- সারাদিন পানি পান করতে থাকা যাতে নতুন কোন পাথর তরৌ হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

এমতাবস্থায় রমজানরে রোযা না-রাখা কি আমার উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি বিশ্বস্ত মুসলমি ডাক্তার একথা জানান যে, রোযা পালন আপনার স্বাস্থ্যেরে ক্ষতি করবে এবং তিনি আপনাকে রোযা না-রাখার নরিদশে দনে তাহলে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা ইসলামী বধিসিম্মত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

[فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [2 البقرة : 184]

“আর কটে অসুস্থ থাকলে কথিবা সফরে থাকলে, অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাক্বারা, ২:১৮৪] ইবনে কাছীর (রাহমিহুল্লাহ) বলেন: “অর্থাৎ একজন অসুস্থ বা মুসাফরি ব্যক্তি অসুস্থতা বা সফররত অবস্থায় রোযা পালন করবে না। কারণ এতে তাদরে কষ্ট হবে। সুতরাং তারা রোযা ভঙ্গ করবে এবং সেই সংখ্যা অন্য দিনগুলোতে রোযা রেখে পূরণ করবে।” সমাপ্ত। তাফসীর ইবনে কাছীর (১/৪৯৮)

আল্লাহ যখনে ছাড় দিয়েছেন সখনে নজিকে কষ্ট দেওয়া উচতি নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

(إِنَّا لِلَّهِ يُجِبُّ أَنْ تُؤْتَرَ خَصُّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَرَ مَعْصِيَتُهُ) رواها أحمد (5832) صحيحها الألباني في "صحيح الجامع" (1886) .

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দেওয়া অবকাশ (রোখসত) গ্রহণ করা পছন্দ করেন, যমেনভাবে তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপে লিপ্ত হওয়া



অপছন্দ করেন।” [হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করছেন (৫৮৩২)। আলবানী সহীহ আল-জামি(১৮৮৬) গ্রন্থে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন]

যদি কারো এমন রোগ হয় যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় নাসকেষতের রোগী রোযা ভঙ্গ করবেন এবং প্রতিদিনে পরবর্তীতে একজন মসকীনকে খাওয়াবেন। আর যদি এমন রোগ হয় যা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় তবে সুস্থতার পর সেই দিনগুলোর রোযা কাযা পূরণ করে নবিনে।

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীন (রাহমিহুল্লাহ) বলছেন: “আলমেগণ সিয়ামের প্রকেষতি রোগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

(১)যেব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায়। এ ধরনের রোগী রোযা ভঙ্গ করবেন এবং সুস্থতার পরে সে রোযাগুলোর কাযা পূরণ করবেন।

(২)যেব রোগ থেকে সুস্থতা লাভের আশা করা যায় না। এ ধরনের রোগী প্রতিদিনে বদলে একজন মসকীনকে খাওয়াবেন। এ খাওয়ানোটা রোযার স্থলাভিষিক্ত হবে।” সমাপ্ত। [‘ফাতওয়া’নূরুন’আলাদ দার্ব’- ইবনে ‘উছাইমীন (৪৮/২১৬)]

গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে এমন এক মহিলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে যার অপারেশন হয়েছিল। তিনি অপারেশনের পূর্বেও কখনো রোযা পালন করেনি তার অপারেশনটি ছিল একটা কডিনি একবোর ফলে দেওয়া এবং দ্বিতীয় কডিনি থেকে পাথর অপসারণ করা। ডাক্তাররা তাকে আজীবন সিয়াম পালন না করার পরামর্শ দিয়েছেন।

তারা উত্তরে বলেন :

‘যদি কাউকে কোন মুসলিম বিশ্বস্ত ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে যে, সিয়াম পালন করা তার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে তবে তিনি রোযা রাখবেন না। রমজানের প্রতিদিনে বদলে একজন মসকীনকে অর্ধেক সা’ (নবী (সাঃ) এর যামানায় পরমাণের একক) গম, চাল, খজুর বা এ পরমাণ স্থানীয় কোন খাদ্যদ্রব্য কাফ্ফারা হিসেবে প্রদান করবেন। কিন্তু খাদ্যের পরবর্তীতে অর্থকড়ি দিয়ে কাফ্ফারা দেওয়া জায়েয হবে না।’ সমাপ্ত। [গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৮২-১৮৩)]

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীনকে (রাহমিহুল্লাহ) প্রশ্ন করা হয়েছিল:

গত বছর রমজান মবারকের শুরুর দিকে আমার বাম কডিনতে অপারেশন হয়েছিল। আমি সেই রমজানের রোযা পালন করতে পারিনি। কারণ আমি আধ ঘণ্টার জন্যেও পানি ছাড়া থাকতে পারতাম না। সেই রোযা আমি এখন পর্যন্ত কাযা করতে পারিনি। এখন আমার করণীয় কি?



তিনি উত্তরে বলেন :

“আপনার কোন কিছু করণীয় নাই। কারণ আপনি অপারগ। এ অপারগতা অব্যাহত থাকলেও আপনার কোন কিছু করণীয় নাই। আর ডাক্তাররো তো বলছেন: এই অল্প সময়ের মধ্যেও আপনাকে পানি পান করতে হবে। তাই আপনার উপর সিয়াম পালন ওয়াজবি নয়। কারণ এ অবস্থা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আপনাকে প্রতিদিনের রোযার বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াতে হবে।” সমাপ্ত। [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব - ইবনে উছাইমীন (৪০/২১৬) ]

এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেপ্তিতে বলা যায়- যদি ডাক্তার আপনাকে এ কথা জানান যে, আপনি ভবিষ্যতে রোযা পালন করতে পারবেন না তাহলে আপনার জন্য রোযা ভঙ্গ করা এবং প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো শরয়িতসম্মত। আর যদি ভবিষ্যতে সিয়াম পালন করতে পারবেন মরমে জানান, তাহলে আপনি এখন রোযা ভঙ্গ করবেন এবং আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সুস্থ হওয়ার পর যসেব দিনের রোযা ভঙ্গ হয়েছে সদিনগুলোর রোযা কাযা করবেন। এ বিষয় আরো জানতে দেখুন : (12488) ও (23296) নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।